



# হাদিস অনুযায়ী আইএস-ই হচ্ছে বর্তমান যুগের খারেজি গোষ্ঠি

## -অকাট্য দলিল সহ-

**পূর্বকথা-** এখানে আল ফিতান ছাড়া অন্যান্য যেসব গ্রন্থ থেকে হাদিস উল্লেখ আছে তার সবগুলো সহিহ। আর আল ফিতানের যেসব হাদিস উল্লেখ আছে তার মাঝে কিছু কিছু যঈফ, অন্যান্য গুলো সহিহ। তবে আল ফিতানের যঈফ হাদিস সম্পর্কে অনেক আলেমদের মত হলো উক্ত হাদিস গুলো সহিহ নাকি যঈফ তা সময় পরিস্থিতিই বলে দেবে ইনশাআল্লাহ। যদি সময় পরিস্থিতির সাথে হাদিস গুলো হুবহু মিলে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে হাদিস গুলো সহিহ ইনশাআল্লাহ। কারণ কোনো সাধারণ লোক তো আর আসমান থেকে পেড়ে অকাট্য সত্য ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারবে না, যদি না আল্লাহ কাউকে এই ইম্ম দান করেন। আর যঈফ হাদিস গুলো মারাম্মক যঈফ নয়, কারণ উক্ত যঈফ হাদিস গুলো একাধিক রাবী থেকেও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে "যঈফ হাদিস যঈফ হাদিস" বলে চিন্তানোর কোনোই সুযোগ নেই, কারণ হাদিসের সাথে সময়, পরিস্থিতি, বর্ণনা হুবহু মিলে যায়।

ইম্মাহামদালিল্লাহ ওয়াসসালামু ওয়াসসালাম মু'য়ালা রাসূলিল্লাহ আশ্বাহাদ।

বর্তমান যুগের খারেজি গোষ্ঠি আইএস বা দায়েশ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, আমি নিজের সাধ্যমতো যথটুকু সম্ভব ততোটুকু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং তাদের বিভিন্ন গোমরাহি, জালিয়াতি, মিথ্যাচার ও প্রোপাগান্ডা সম্পর্কে অনেক পোষ্ট করেছি। তবে আজ হাদিসে বর্ণিত রাসূল(স:) এর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী আইএসই বর্তমান যুগের খারেজি গোষ্ঠি তা নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা হাদিস গুলো মিলাবেন, যাচাই করবেন এবং দেখে, শুনে, বুঝে নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন। এবং আইএস সমর্থকদের বলবো এই আর্টিকেলটি পড়তে হলে অবশ্যই নিরপেক্ষ মাইন্ড নিয়ে পড়বেন, যদি দলান্ন বা হিযবিয়্যাহ আক্রান্ত অবস্থায় পড়েন তাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না বরং অযথা নিজের সময় নষ্ট করবেন। তো চলুন এবার মূল বিষয়ে আসা যাক।

খারেজী গোষ্ঠির ব্যাপারে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যার সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবে আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।  
খারেজী সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল হাদিস ও  
আছার সমূহকে একত্র করলে বোঝা যায়-

- ১। খারেজী গোষ্ঠীর 'কায়েদে আজম/জাতির পিতা' হল বনু তামীম গোত্রের যুল খুওয়াইসিরাহ, যে খোদ রাসূলুল্লাহ(সা:) এর সামনে এসে 'রাসূলুল্লাহ(সা:)-এর বটনকার্যে ইনসাফ হচ্ছেনা' মর্মে দোষারোপ করে গিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ(সা:) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, এই ব্যক্তির বংশ থেকে খারেজীদের আবির্ভাব হবে।
- ২। রাসূলুল্লাহ(সা:)-এর জামানার আরবরা মদিনার পূর্ব দিকস্থ বলতে বর্তমান ইরাক বুঝতো এবং এখনও ইরাককেই বুঝায় থাকে তারা। হাদিসের বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ(সা:) সৈদিকে আসুল দিয়ে ইশারা করে বলেছিলেন যে, সেখানে ফিতনা হবে, সেখান থেকে শয়তানের শিং উথিত হবে এবং সেখান থেকে এমন একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।
- ৩। হযরত আলী রা. প্রথমবারের মতো খারেজীদের সঙ্গবদ্ধ গ্রুপের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পাইকারী হারে কতল করেন।
- ৪। খারেজীদের দৌরাত্মের শিং যতবারই ভেঙ্গে ফেলা হবে, ততবারই বিভিন্ন জামানায় নতুন করে গজিয়ে উঠবে।

এবার আমরা বিস্তারিতভাবে হাদিস গুলো দেখি:

### ★ খারেজি গোষ্ঠির মূল উত্থান:

\*ইউসাইর বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন 'আমি সাহল বিন হনায়েফ রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম: 'আপনি কি রাসূলুল্লাহ(সা:) -কে খারেজীদের ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছেন?' তিনি বললেন: আমি তাঁকে ইরাকের দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি: 'সেখান থেকে একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু (কুরআনের মর্ম ও আহকামের বুঝ) তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, (তা অন্তরে প্রবেশ করা-তো আরো পরের কথা)। তারা দীন থেকে এমনভাবে ছিটকে বেড়িয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারকে ভেদ করে (অপর দিক দিয়ে) ছিটকে বেড়িয়ে যায়'।

[সহিহ বুখারী, হাদিস ৬৯৩৪; সহিহ মুসলীম, হাদিস ১০৬৮]

\*আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেছেন, 'আমি দেখেছি, রাসুলুল্লাহ(সা:) ইরাকের দিকে ইশারা করে বললেন: ওখানে, নিশ্চই ফিতনা ওখানে, নিশ্চই ফিতনা ওখানে, যেখানে শয়তানের শিং উখিত হবে'। [মুসনাদে আহমদ-১০/৩৯১ হাদিস ৬৩০২, ৬১২৯]

\*আবু যর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেছেন, "আমার (ইত্তিকালের) পরে আমার উম্মতের মধ্যে অথবা (বলেছেন) অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে থেকে একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু (কুরআনের মর্ম ও আহকামের বুঝ) তাদের কঠিনালী অতিক্রম করবে না, (তা অন্তরে প্রবেশ করা-তো আরো পরের কথা)। তারা (এক সময়) দীন থেকে এমনভাবে (ছিটকে) বেড়িয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারকে ভেদ করে (অপর দিক দিয়ে) বেড়িয়ে (চলে) যায়। তারা আর তাতে ফিরে আসবে না। ওরা হচ্ছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি ও সৃষ্ট-প্রাণি'। [সহিহ মুসলীম, হাদিস ১০৬৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৭০]

\*আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেছেন, "শিয়ই আমার উম্মতের মধ্যে মতদ্বন্দ্ব ও দলাদলীর সময় একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে। তারা কথাবার্তা সুন্দর করে বলবে, তবে (দ্বীনের নামে) মন্দ কাজ করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু (কুরআনের মর্ম ও আহকামের বুঝ) তাদের কঠিনালী অতিক্রম করবে না, (তা অন্তরে প্রবেশ করা-তো আরো পরের কথা)। তারা দীন থেকে এমনভাবে ছিটকে বেড়িয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারকে ভেদ করে (অপর দিক দিয়ে) বেড়িয়ে চলে যায়' এবং তারা আর (দ্বীনের ভিতরে) ফিরে আসবে না যেমনিভাবে (তীর) অঃার (ধনুকের) উপর ফিরে আসে না। ওরা হচ্ছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি ও সৃষ্ট-প্রাণি। সুসংবাদ তার জন্য যে তাদেরকে কতল করবে এবং তারাও তাকে কতল করবে। তারা আল্লাহ'র কিতাবের দিকে (মানুষকে) ডাকবে, কিন্তু তাদের (নিজেদের) মধ্যে তার কিছুই থাকবে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে কতল করবে সে আল্লাহ'র কাছে তাদের চেয়ে উত্তম(বিবেচিত) হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো: ইয়া রাসুলুল্লাহ! তাদের চিহ্ন কী? তিনি বললেন: (তাদের মাথা) মুন্ডানো (থাকবে)। [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৭৬৫; মুসনাদকেহাকিম-২/১৭৬ হাদিস ২৭০৬]

**বিঃদ্র: লক্ষ্য করুন হাদিসটিতে মতদ্বন্দ্ব ও দলাদলির সময়ের কথা বলা হয়েছে**

\*ইউসুর বিন সাঈদ রহ. উবাইদুল্লাহ বিন আবি রাফে' রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে- "হাকরিয়াহ'রা যখন বের হল, তখন তিনি (তথা উবাইদুল্লাহ বিন আবি রাফে) আলী রা.-এর সাথে ছিলেন। তারা বললো: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই'। তখন: আলী রা. বললেন: 'কথাটা বরহু-সত্য, (কিন্তু) তা বাতিল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। নিশ্চই রাসুলুল্লাহ(সা:) (আমাদের কাছে এক শ্রেণির) মানুষের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছিলেন (যে, নিকট ভবিষ্যতে তাদের আবির্ভাব হবে এবং মুসলীম উম্মাহ'র মাঝে ফিতনা ঘটাবে)। আমি অবশ্যই এইসব লোকদের মধ্যে (সেসব বিশেষ) বৈশিষ্ট (দেখে বিলক্ষন) চিনে নিতে পারছি। তারা তাদের মুখে (কুরআনের) হক কথা বলে বটে, (কিন্তু সেটা) তাদের কারো এই অংশ অতিক্রম করে না -একথা বলে তিনি কঠিনালীর দিকে ইশারা করলেন। (আরো বললেন:) আল্লাহ'র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ক্রোধের পাত্র তারা। তাদের মধ্যে একজন কালো ব্যক্তি হবে, যার এক হাতে ভেড়া'র স্তনবৃত্ত বা (নারীর) স্তনের বোঁটার মতো থাকবে'। (এরপর এক সময় যখন বাস্তবেই তাদের আবির্ভাব হল এবং) আলী রা. (যুদ্ধ করে) তাদেরকে কতল করলেন, তখন বললেন: তোমরা (ওই কালো ব্যক্তিটিকে) খোঁজো'। ফলে (মৃতদেহ গুলোর মধ্যে) তার খোঁজ করা হল, কিন্তু (সম্ভাব্য কারো হাতের মধ্যে সেরকম) কিছুই পাওয়া গেল না। তিনি বললেন: 'তোমরা (ওখানে আবার) ফিরে যাও, (সে অবশ্যই আছে)। আল্লাহ'র কসম, আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকেও মিথ্যা বলা হয়নি'। (একথা তিনি) দুবার বা তিন বার বললেন। অতপর (তারা সেখানে আবার ফিরে গিয়ে খুঁজতে লাগলো। অবশেষে) তাকে তারা (মৃত দেহের) স্তপের মধ্যে (মড়া অবস্থায় পড়ে) পেলো। তখন তারা তাকে এনে একেবারে তাঁর সামনে রেখে দিলো'। [সহিহ মুসলীম, হাদিস ১০৬৬; সুনানুল কুবরা, বাইহাকী-৮/২৯৬ হাদিস ১৬৭০১]

## ★এবার আসা যাক মূল বিষয়ে, অর্থাৎ আইএস/দায়েশ কিভাবে বর্তমান যুগের খাওয়ারেজ গোষ্ঠী?

**আমরা এখন প্রতিটি হাদিসের সাথে তাদেরকে মিলিয়ে যাচাই করে দেখবো ইনশাআল্লাহ।**

\*আলী রা. থেকে সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেছেন- 'শিয়ই শেষ জামানায় (এমন একটি) গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে, (যারা হবে) কাঁচা- বয়সের (সব ছেলেপুলে/যুবক আর তরুণ) এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে অপরিপক্ক/নির্বোধসূলভ। তারা কথা বলবে উৎকৃষ্ট কথা (কিন্তু কথাগুলোর সহিহ ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে তারা মুখতা বসতঃ তা গলত স্থানে প্রয়োগ করবে)। তারা কুরআন পাঠ করবে, (কিন্তু আয়াতগুলো) তাদের (গলার) কঠিনালী অতিক্রম করবে না, (কিন্তু) চোকা তো পরের কথা)। তারা দীন (ইসলাম) থেকে (এমনভাবে) ছিটকে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে ছিটকে বের হয়ে যায়। তোমরা তাদেরকে যেখানেই সাক্ষাত পাবে, কতল করে ফেলবে। কারণ, যে তাদের কতল করবে, নিশ্চই তার জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহ'র কাছে তাদেরকে কতলের মধ্যে পুরস্কার রয়েছে'। [সহিহ বুখারী, হাদিস ৬৯৩০; সহিহ মুসলীম, হাদিস ১০৬৬; মুসনাদে আহমদ-১/৪৩১ হাদিস ৬১৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪৭৬৭; সুনানে নাসায়ী, হাদিস ৪১১৩; সুনানে তিরমিযী, হাদিস ২১৮৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৬৮]

\*ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ "তারাতা কথা বলবে উৎকৃষ্ট কথা" -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এর অর্থ:"কুরআন"। [ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার- ৬/৬১৯] অর্থাৎ, এই শেষ জামানার খারেজীরাও কুরআনের আয়াত দিয়েই তাদের কথা ও কাজের স্বপক্ষে দলিল দিবে বা মানুষকে তাদের দিকে ডাকবে, যেমন: ইসলামী খিলাফত, কিতাল/জিহাদ, কেসাস, শরীয়াহ ডিক্টিক বিচার ইত্যাদির কথা বলবে বা সেদিকে মানুষকে ডাকবে, কিন্তু বাস্তবতা হবে তা-ই যা হযরত আলী রা. বলেছিলেন: *كلمة حق يراد بها باطل* কথা সত্য, (কিন্তু) তা বাতিল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত।

-নোট: দায়েশের সিংহভাগ শাইখ ও সৈন্যরা হচ্ছে তরুণ বয়সের।,এবং তারা তরুণদেরই তাদের দলে ভিড়ানোর মূল টার্গেট করেছে। দায়েশের মুখপাত্র আদনানি নিজেই তার বেশিরভাগ বক্তব্যে তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কারণ তরুণদের রক্ত গরম,তারা আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই সহজেই গলে যাবে। এবং আদনানি তার কিছু বক্তব্যে শাইখ আইমান আল যাওয়াহিরী সহ অন্যান্য বয়স্কদের "বৃদ্ধ" বলে আখ্যায়িত করে তার দলের অধিকাংশ তরুণদের নিয়ে অহংকার ও গর্ববোধ করেছে। এবং তাদের অনেক নেতারা স্কোরান হাদিসের দলিল দিয়ে মানুষকে ইসলাম ও অবৈধ খিলাফার দিকে ডাকে কিন্তু অনেক সময় তাদের নিজেদের দেয়া এসব দলিল অনুযায়ী তারা নিজেরাই বাতিল হয়ে যায়(এরকম অনেক আর্টিকেল জামিল হাসান ভাই লিখেছেন অকাট্য প্রমাণ দিয়ে)। আর তাদের দলের বেশিরভাগ সদস্যই হচ্ছে ইউরোপের বিভিন্ন সম্ভ্রাসী গ্রুপ থেকে আগত(বিশেষ করে তিউনিসিয়া),যারা সারাজীবন পাপ কাজ ও সম্ভ্রাস করতে করতে এক সময় এসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তথাকথিত মুজাহিদ দলে ভিড় জমিয়ে শাহাদাতের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে।

★অনেক আইস্মায়ে মুহাদ্দিসিন খাওয়ায়েজ সম্পর্কে তাদের লিখিত কিতাবে অনেক তথ্য দিয়ে গেছেন যাতে পরবর্তী মুসলিম উম্মাহ তাদের নিখুঁত ফেতনা ও শয়তানী ধোকা সম্পর্কে অবগত এবং সতর্ক থাকে(আল্লাহর ইচ্ছায়)।

তার মধ্যে এমনই একজন হলেন, তৎকালীন ইরাকের মুহাদ্দেস ইমাম নুয়াইম বিন হাম্মাদ রহ (মৃত্যু: ২২৮হিজরি)। ইমাম আহমদ, ইমাম ইবনে মুঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখের মতে তিনি 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) রাবী। খোদ সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলীমে তাঁর বর্ণিত হাদিস রয়েছে। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব হল *الفتن*-আল ফিতান।

\*ইমাম নুয়াইম বিন হাম্মাদ রহ. তাঁর

কিতাব 'আল-ফিতান'-এ হাসান সনদে হযরত যুহরী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'পূর্বদিকে কালো পতাকা(ধারী একটি গোষ্ঠী)র আবির্ভাব হবে, (তাদের) পুরুষরা কালো-কাপড়ে ঢাকা বুখতী উটের (কুঁজের) মতো (তাদের মাথা ও মুখকে) পৌঁচিয়ে রাখবে, তারা হবে (লম্বা লেপানো) চুলধারী, তাদেরকে সম্বোধন করা হবে (শহর/গ্রামের) এলাকার সাথে (সম্পর্কযুক্ত করে), তাদের নামগুলো হবে কুনিয়া-যুক্ত (উপনাম বিশিষ্ট), তারা (সিরিয়ার) দামেস্ক দখল করবে, তাদের (অস্ত্র) থেকে তিনটি (বিশেষ) সময়ে দয়া-মায়া উঠে যাবে'। [আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, আছার ৫৬৪]

(এই ভবিষ্যতবাণীটি বিশিষ্ট তাবেয়ী ও হাদিসের নির্ভরযোগ্য রাবী ইমাম যুহরী রহ. থেকে উত্তম সনদে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত)

-নোট: দায়েশের উত্থানই হয়েছে পূর্বদিক থেকে(ইরাক) কালো পতাকা নিয়ে। আর তাদের পুরুষরা উঠের কুজের মতো মাথা-মুখ পৌঁচিয়ে রাখবে,লক্ষ্য করে দেখবেন দায়েশের সব যোদ্ধাদের শুধু চোখ বাদে আর বাকিসব কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। আর তাদের চুল হবে লম্বা লেপানো।লেপানো বলতে বুঝানো হয় এমন চুল যা নারীদের মতো অর্থাৎ পিঠ পর্যন্ত আসে।লক্ষ্য করে দেখবেন দায়েশের অহরহর যোদ্ধা যাদের চুল এরকম নারীদের মতো রয়েছে,আর আল কায়দার মুজাহিদদের প্রায় সবারই বাবরি চুল অর্থাৎ কাঁধ পর্যন্ত।এবং তাদেরকে সম্বোধন করা হবে বিভিন্ন গ্রাম/শহর/বংশের সাথে মিলিয়ে এবং নামের সাথে কুনিয়া(আবু অমুক,আবু তমুক) যুক্ত থাকবে। লক্ষ্য করুন দায়েশের প্রায় সব শাইখ,নেতা ও যুদ্ধাদের নামের সাথে স্থান,বংশ,কুনিয়া যুক্ত। যেমন:আবু বকর আল বাগদাদি(সাবেক খলিফা), আবু ইব্রাহিম আল হাশেমী আল কুরাইশি(বর্তমান খলিফা), আবু মোহাম্মদ আল আদনানি আশ শামী(সাবেক মুখপাত্র), তুর্কি বিন আলী(তাদের প্রধান মুফতি), আবু আব্দুর রহমান আল-বাইলাবী, আবু বিলাল আল মাসহাদানী,আবু আলী আল-আস্বারী, আবু মুসআব আল-আলুস, আবু উমার আশ-শিসানী, আবু নাসের আল-আমনী ইত্যাদি। এবং তারা সিরিয়ার দামেস্ক দখল করবে,আমরা জানি তারা শামে জাবহাতুন নুসরার মুজাহিদদের সাথে কিরকম ভয়াবহ আচরণ করে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের(জাবহা) এলাকা গুলো দখল নিয়েছে,এখানে দামেস্ক বলতে শুধু দামেস্কই হবে এরকমটা নয়,এর আশাপাশও হতে পারে।

আর তাদের অস্ত্রসমূহ কিরুপ দয়ামায়াহীন তা আমরা ভালো করেই জানি,যখন তারা খেলাফত ঘোষণা দেয় তখন জাবহাতুন নুসরার কিছু সংখ্যক মুজাহিদ সংশয়ে ছিলেন এবং তারা বলেছিলেন তারা বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিবেন(বায়াত দিবেন কিনা),কিন্তু তাদেরকেও এই দয়ামায়াহীন জাহান্নামের কুকুরগুলো ছাড়ে নি এমনকি তাদের স্ত্রীদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বলে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়! এবং তাদের স্ত্রীদের মুরতাদদের(!) সাথে জেনা করার অপবাদ পর্যন্ত দিয়ে দেয়!!

\*ইমাম নুয়াইম বিন হাম্মাদ রহ. নিজ সনদে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে,রাসুলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেন,"যখন তোমরা পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত (একটি গোষ্ঠীর হাতে) কালো

পতাকা দেখতে পাবে, তখন জমিনকে আঁকড়ে ধরে থেকো, (কোনো অবস্থাতেই) তোমাদের হাত'কে নড়াচড়া করো না, তোমাদের পা'কেও না।

(তোমরা তাদেরকে কোনো রকম সাহায্য করবে না)। এরপর একটি দুর্বল গোষ্ঠীর আবির্ভাব হবে, তাদের কোনো মূল্য থাকবে না, তাদের অস্ত্রগুলো হবে লোহার টুকড়ার মতো (শক্ত; দয়া-মায়া বলে কিছু থাকবে না)।তারা (একটি) রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা (হয়ে বসবে)। এরা না কোনো ওয়াদা/অঙ্গীকার

পূরণ করবে, আর না কোনো চুক্তি। তারা আল-হুজ্জ (আল-কুরআন/গীন ইসলাম)-এর দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু (বাস্তবে) তারা (নিজেরা) তার ধারকবাহক হবে না, (তারা হবে মূলতঃ গোমরাহী ও ফিতনা-ফ্যাসাদের ধারকবাহক)। তাদের নামগুলো হবে কুনিয়া যুক্ত (উপনাম বিশিষ্ট, যেমন: আবু), তাদেরকে সম্মোধন করা হবে (শহর/গ্রামের) এলাকার সাথে (সম্পর্কযুক্ত করে), তাদের চুলগুলো হবে নারীদের চুলের মতো লেপানো। একসময় তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দিবে। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আল-হুজ্জ (সত্য দ্বীনের বুঝ ও তাঁর কবুলিয়াত) দান করবেন'। [আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, আছার ৫৭৩; কাঙ্কুল উম্মাল-১১/২৮৩ ক্রমিক নং ৩১৫৩০]

-নোট: উক্ত হাদিসের বিষয়গুলো আমি উপরোক্ত হাদিসের নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এখন এই হাদিসের নতুন বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

-১মত, হাদিস অনুযায়ী "তারা দুর্বল অবস্থায় আবির্ভাব হবে" আমরা জানি যে দাউলার উত্থান হয়েছিল দুর্বল অবস্থায়, অর্থাৎ গেরিলা অবস্থায়।

-২য়ত, হাদিস অনুযায়ী "তারা একটি রাষ্ট্রের হর্তাকর্তা হবে" এটা তো পুরোপুরি খোলাসা ও প্রকাশ্য যে দায়েশের আলাদা রাষ্ট্র ছিল (তাদের দাবি অনুযায়ী খিলাফাহ), এবং তাদের হেডকোয়ার্টার নাকি ইরাক ও সিরিয়া।

-৩য়ত, হাদিস অনুযায়ী "এরা কোনো ওয়াদা, অঙ্গিকার, চুক্তি পূরণ করবে না" আমরা স্পষ্টভাবে জানি যে দায়েশ আল কায়দার কাছে অঙ্গিকারবদ্ধ ছিল এবং তারা পরে অঙ্গিকার ভঙ্গ করে (এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে "দাউলার অপরাধ" নামক বইটি পড়ে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ)

-৪র্থত, "তারা আল হুজ্জ এর দিকে আহ্বান করবে কিন্তু আসলে তারা হুজ্জ থাকবে না" এর প্রমাণ খোদ দায়েশের নেতাদের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়, যেমন তারা এমন এমন বক্তব্য দেয় যা দ্বারা তারা নিজেরাই তাদের নীতি অনুযায়ী কায়ফের মুরতাদ হয়ে যায়। অর্থাৎ ডাবল স্ট্যান্ডারবাজী।

-৫মত, হাদিসে বর্ণিত "তাদের নিজেদের মাঝেই দ্বন্দ্ববিরোধ লাগবে এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আল হুজ্জ দান করবেন" এটা আমরা সবাই জানি যে জাবহাতুন নুসরাহ ও আইএস প্রথমে এক ছিল। এরপর যখন তাদের এক অংশকে অর্থাৎ জাবহাতুন নুসরাহকে সিরিয়ায় পাঠানো হয়, এর কিছুদিন পর থেকেই দুই দলের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে যেতে থাকে, আর আইএসের গোমরাহী সীমাহীন হলে জাবহাতুন নুসরাহ তাদের ত্যাগ করে কেন্দ্রীয় মূল আমীর শাইখ যাওয়াহিরি হাফি: এর নিকট বায়াত বলবৎ রাখে। "এটাও হতে পারে জাবহাতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল হুজ্জ দান করা।

আবার পরে যখন জাবহাতের আমীর ফাতেহ আল জুলানি ক্ষমতালোভী হয়ে পড়ে এবং ফেতনার দিকে ধাবিত হতে থাকে তখন আল্লাহ তা'য়ালার তার হুজ্জপন্থী বান্দাদের এ থেকে আলাদা করে ফেললেন এবং তারা হুরাস আদ গীন গঠন করে আল্লাহর রাস্তায় স্ক্রিটাল চালিয়ে যেতে থাকলো আর এখন অনড় রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। -এটাও হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আল হুজ্জ দান করা।

\*ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাব 'আল-ফিতান'-এ নিজ সনদে আলী বিন আবি স্বালহা থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, "তারা কালো পতাকা নিয়ে (শাম/সিরিয়ার) দামেশকে ব্যাপক সংখ্যায় প্রবেশ করবে। পরে সেখানে তারা খুনাখুনি ও যুদ্ধবিগ্রহের মারাত্মক এক ময়দান/মৌসুম বানিয়ে ফেলবে। তাদের পরিচয়-চিহ্ন হবে, (তারা সামান্যতেই বলবে:) হত্যা করো, হত্যা করো'। [আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, আছার ৫৬৫; কাঙ্কুল উম্মাল- ১১/২৮৩ ক্রমিক নং ৩১৫২৯]

-নোট: হাদিস অনুযায়ী "তারা কালো পতাকা নিয়ে সিরিয়ায় ঢুকবে এবং সেখানে খুনাখুনির এক মারাত্মক ময়দান/মৌসুম বানিয়ে ফেলবে" আমরা জানি যে দায়েশ খিলাফাহ ঘোষণা দেয়ার পর তাদের ব্যাপক সৈন্য নিয়ে জাবহাতুন নুসরার মুজাহিদের মাঝে গণহত্যা চালায় এবং তাদের স্বীদের (স্বামীকে মুরতাদ সাব্যস্ত করে) বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাদের এলাকাগুলো দখলে নিয়ে নেয়। আর সিরিয়ায় অবস্থিত সবগুলো জিহাদি ও মুক্তিকামী দল গুলোর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেয়। ফলে মুসলিমদের মাঝে শুরু হয় হত্যাকাণ্ডের নতুন এক কালো অধ্যায়। এবং তারা সামান্যতেই বলবে "হত্যা করো, হত্যা করো" এই লক্ষ্যণটা দায়েশের মাঝে ব্যাপকহারে বিদ্যমান, বিশেষকরে তাদের মুখপাত্র আদনানীর মুখে, যা তাদের সমর্থকরাও অস্বীকার করতে পারবেনা, আর তাদের স্বয়ং আল মুনাসির মিডিয়া সেদিনই বলেছিল যে "এই দয়ামায়হীন খিলাফার সৈন্য গুলোকে দেখে কুফাররা প্রাণ ভয়ে ভীত", আর তাদের সমর্থকরা তো এটা বলে গর্ববোধ করে যে "আইএস কথায় কথায় হত্যা কর হত্যা কর বলে"!! সুবাহানাল্লাহ কতইনা মিলা!!

\*ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাব 'আল-ফিতান'-এ নিজ সনদে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেন- 'আমার পর তোমরা (মুসলমানরা) চারটি ফিতনার সম্মুখীন হবে। প্রথমটির ক্ষেত্রে (মুসলমানদের) রক্ত'কে হালাল বানানো হবে। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে (মুসলমানদের) রক্ত ও সম্পদ'কে হালাল বানানো হবে। তৃতীয়টির ক্ষেত্রে (মুসলমানদের) রক্ত, সম্পদ ও লজ্জাস্থান'কে হালাল বানানো হবে। আর

চতুর্থ (ফিৎনা)টি হবে 'রাতের ঘন' অন্ধকারময় সমুদ্রের উত্থাল চেউয়ের তোড়ে বধির হয়ে দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় (কখনো) এদিক (কখনো) ওদিক ভেসে যাওয়ার ন্যায় একটি মারাত্মক ফিতনা। এমনকি (অবস্থা এমন হবে যে,) লোকেরা এ থেকে (নিরাপদ থাকার) কোনো আশ্রয় (খুঁজে) পাবে না। এ(ফিতনা)টি শাম-এর চার পাশ প্রদক্ষিণ করবে, আর ইরাক'কে আচ্ছন্ন করে নিবে। সে তার হাত-পা দ্বারা জাজিরাতুল-আরবে যত্রতত্র বিচরন করে বেড়াবে। (মুসলীম) উম্মাহ'কে এর মধ্যে বাল্য-মুসিবতের দ্বারা চামড়া কষানোর মতো কষিত করা হবে। (তখন জালেমদের পক্ষ থেকে চাপানো বাল্য-

মুসিবত এত চরমে পৌছবে যে, এসব পরিবর্তনের জন্য) কেউ সে সময় টুহ-টাহ করার (মতো) সামর্থ্য রাখবে না। অতঃপর তারা এ(ফিতনা)টির এক দিক চিনতে পারবে না—যাবৎ না এর অপর দিকটি উন্মুক্ত করা হয়। [আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ, হাদিস ৮৯ ; কাঙ্কুল উম্মাল- ১১/১৬৩ হাদিস ৩১০৪৭]

-নোট: হাদিস অনুযায়ী "প্রথমে মুসলমানদের রক্ত, এরপর সম্পদ এবং এরপর লজ্জাস্থানকে হালাল বানানো হবে"। আমি উপরেও উল্লেখ করেছি দায়েশ প্রথমেই মুজাহিদের রক্ত হালাল সাব্যস্ত করে এবং তারা বিভিন্ন ফেরকার বিদ'আতী মুসলিম যাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত মুসলিম মনে করে তাদের রক্তও হালাল সাব্যস্ত করে। এরপর তারা সিরিয়ায় মুজাহিদের অস্ত্রাগার এবং সম্পদ দখল করে, এরপর তাদের স্ত্রীদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বলে(যেহেতু তাদের মতে এসমস্ত মুজাহিদরা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং মুরতাদের সাথে মুসলিমের বিয়ে হারাম) তাদেরকে বন্দী করে। বন্দীর পর কি করেছে/করছে আল্লাহ্ আলাম।

এরপরে একটি ফেতনার কথা বলা হয়েছে আর আমরা এও জানি যে দায়েশের ফেতনা কতটুকু মারাত্মক!এরা খোদ কোরান হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়েই ফেতনা ছড়ায়।

এবং উল্লিখিত আছে যে এই ফেতনা সিরিয়ার চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে আর ইরাককে আচ্ছন্ন করবে। আমরা জানি যে দায়েশের মূল কেন্দ্র ও রষ্ট্র হলো ইরাক।আর তারা ইরাকে তাদের অবৈধ কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেছে এবং তা(ফেতনা) দ্বারা ইরাককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল(যদিও বর্তমানে নিঃশেষ হতে চলেছে,কারণ আল্লাহ্ খারেজিদের বেশিদিন রাখেন না) আর "শামে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে" বর্তমানে তাদের একটি অংশ সিরিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে কুর্দিদের হামলা করছে।

এরপর উল্লিখিত, "তার(খারেজিদের ফেতনার) হাত পা দ্বারা জাজিরাতুল আরবের যত্রতত্র চড়ে বেড়াবে।আমরা আজ দেখতে পাই দায়েশের সৈন্যরা আল কয়েদার আরব উপদ্বীপ শাখার সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং এখনও লিপ্ত আছে যার কারণেই এই এলাকাগুলোতে অনেক সময় জিহাদের পরিবেশ নষ্ট হয়, কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন মার খেতে খেতে ধ্বংস হতে চলেছে আলহামদুলিল্লাহ।

\*ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাব 'আল-ফিতান'-এ নিজ সনদে হযরত আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন,"চতুর্থ ফিতনাটি হবে (রাতের ঘন) অন্ধকারময় সমুদ্রের উতাল চেউয়ের (তোড়ে রধির হয়ে ও) দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় (কখনো)এদিক (কখনো) ওদিক ভেসে যাওয়া(র ন্যায় একটি মারাত্মক ফিতনা, যা) আরব আজম (অনারব) কারো ঘরকে এর জিন্নতী (অপদস্থতা) ও ভয়-ভীতিতে আচ্ছন্ন না করে ছাড়বে না, তা শাম-এর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে বেড়াবে,আর ইরাক'কে আচ্ছন্ন করে নিবে, সে তার হাত-পা দ্বারা জাজিরাতুল-আরবে যত্রতত্র বিচরন করে বেড়াবে। (মুসলীম) উম্মাহ'কে এর মধ্যে চামড়া কমানোর মতো কষিত করা হবে, তখন (জালেমদের পক্ষ থেকে চাপানো) বাল্য-মুসিবত চরমে পৌছবে। এমনকি সেই ফিতনায় (এমন অবস্থা হবে যে, কুরআন-সুন্নাহ'র নির্দেশিত বহু) মা'রুফ (ভাল বিষয়)কে মুনকার (অপছন্দনীয়/ঘৃণ্য) মনে করা হবে এবং (কুরআন-সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে বহু) মুনকার (বাতিল/অপছন্দনীয়/ঘৃণ্য বিষয়)কে ভাল মনে করাহবে। (এসব পরিবর্তনের জন্য) কেউ টুহ-টাহ করার (মতো) সামর্থ্য রাখবে না। এ(ফিতনা)র এক দিক ঢাকতে গেলে অপর দিক উন্মুক্ত করা ছাড়া তা (পুরোপুরি আচ্ছাদিত) করা যাবে না। তখন মানুষ সকাল কাটাতে মুমিন অবস্থায়,আর সন্ধ্যা কাটাতে কাফের অবস্থায়। সেই ফেতনা থেকে শুধু ওই ব্যক্তি বাঁচতে পারবে,যে সমুদ্রে ডুবন্ত অবস্থায় করা দোয়ার ন্যায় (আল্লাহ'কে) ডাক দিবে। এ অবস্থা ১২ বছর বহাল থাকবে। এটা গড়াতে গড়াতে (একসময়)ফুরাত নদী (তার বুক চিড়ে) স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দিবে। তখন লোকজন তা নিয়ে লড়াই করবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন।মারা পড়বে'। [আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ,আছার ৬৭৬]

-নোট: এই হাদিস থেকে আমরা নতুন যা পাই,

-১মত এই ফেতনা আরব অনারব ঘরকেও ছাড়বে না। আর অতীত ও বর্তমানে তাকালে আমরা দেখতে পাই দায়েশের ফেতনা আরব-অনারব সবখানেই ছড়িয়েছিল, যদিও এখন হুগুপগুগু বুঝতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ।

-২য়ত, তারা স্কোরান সুন্নাহর অনেক বিপরীত দিক পছন্দ করবে এবং পছন্দনীয় দিক অপছন্দ করবে। এটাও দায়েশদের মধ্যে বিদ্যমান(ফযসালা/বিচারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বা বাড়াবাড়ি),এ নিয়ে বৃহৎ আলোচনা দরকার তাই এখানে আর করছি না।

-৩য়ত, এই ফেতনা ১২বছর বহাল থাকবে এবং এটি(ফেতনা)গড়াতে গড়াতে এক সময় ফুরাত নদী তার বুক চিরে স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দিবে। আমরা জানি যে দায়েশকে ২০১৪সালের প্রথম দিকে প্রকাশ্যে মুজাহিদ্দীন শাইখরা খারেজি ঘোষণা দেন। যদিও এর অনেক আগে থেকেই তাদের এ ভ্রান্ত আশ্বিনা বিদ্যমান কিন্তু নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলার আশায় তা প্রকাশ করা হয়নি।এখন আমরা ধরেই নিলাম ২০১৪সাল, আর এখন হচ্ছে ২০সাল,অর্থাৎ ৬বছর হয়েছে(যদিও এর আগ থেকেই তারা খারেজি আশ্বিনা পোষণ করতো)। আর আমরা জানি যে ফুরাত নদীর স্বর্ণের পাহাড় বের হবে ঈমাম মাহদি(আ:) আসার সময়। আর ঈমাম মাহদি সম্পর্কিত হাদিস গুলো ঘাটলে দেখা যায় তার আসার সময় হতে পারে ২০২৫,২৬ বা সর্বোচ্চ ২৭ সাল ইনশাআল্লাহ। এখন হিসাব করলে দেখা যায় যখন ঈমাম মাহদি এসে যাবেন এবং ফুরতাদ নদীতে স্বর্ণের পাহাড় উঠে যাবে তখন কাকতালীয়ভাবে দায়েশ তথা আইএসের উত্থানের বয়সও ১২বছর হয়ে যায়! এবং আরো মজার বিষয় হলো দায়েশ এখন দিন দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে! সুতরাং তাদের এ পরিস্থিতিও সাক্ষ্য দেয় যে তারা আর দীর্ঘদিন টিকবে না ইনশাআল্লাহ,হয়তো সর্বোচ্চ ৪ কিংবা ৫ বছর।

\*আরেকটি হাদিসে এসেছে,

হযরত আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ(সা:) এরশাদ করেন-‘রাসুলুল্লাহ সা. আমাদেরকে বলেছিলেন যে, কেয়ামতের আগে আগে হারজ হবে।

জিজ্ঞেস করা হল: হারজ কি? তিনি বললেন:(ব্যাপক হবে) মিথ্যা (কথা ও প্রচারনা) ও হত্যাকাণ্ড। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো: আজ আমরা (জিহাদে) যেসব (কাফেরদেরকে) হত্যা করি (তারা সেই জামানায়) তার চেয়েও বেশি (কাফেরকে জিহাদে হত্যা করবে)? তিনি বললেন: বস্তুত: এটা তোমাদের (জীহাদে)

কাফেরকে হত্যা করা (-র মতো) হত্যাকাণ্ড নয়।বরং এটা হল তোমাদের (সেই জামানার মুসলমানদের) একে অন্যকে (করা) হত্যাকাণ্ড।এমনকি (এই ফিতনা’র ক্রমধারায় এমনও হবে যে,) এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশিকে হত্যা করবে, তার ভাইকে হত্যা করবে, তার চাচাকে হত্যা করবে, তার চাচাত ভাইকে হত্যা করবে’।লোকেরা বললো: আল্লাহ পবিত্র!!! ( এমনও ঘটবে)!!! (সে সময় কি) আমাদের (মুসলমানদের)কাছে বিবেক-বোধ (বলতে কিছু) থাকবে না?

তিনি বললেন: না (থাকবে না)। সেই জামানায় (বিবেকবোধের সাথে উপযুক্ত পরি থেয়ানত করার কারণে শাস্তি স্বরূপ) মানুষদের বিবেক-বোধ উঠিয়ে নেয়া হবে। এমন কি (তখন) তোমাদের (মুসলমানদের) কেউ (এমনও) মনে করবে যে, সে (যেন সেইরকম কোনো সঠিক ও গৌরবজনক) কিছু উপর (প্রতিষ্ঠিত)রয়েছে,

কিন্তু (বাস্তবে সে আল্লাহর চোখে) কোনো কিছু উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকবে না। (শয়তান তাদের পাপগুলোকে তাদের চোখে সুন্দর ও গৌরবজনক বানিয়ে ধোকা দিবে)। [মুসনাদে আহমদ- ১৪/৫৩৪, হাদিস ১৯৫২৬; মুসনাদে আবু ইয়া’লা, হাদিস ৭২৪৭; সহিহ ইবনে হিব্বান,হাদিস ৬৭১০]

ভাই বলতে কি শুধু আপন ভাই? নাকি বীনি ভাইও এর মধ্যে পড়ে? আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

★ফায়দা: খারেজীদের ব্যাপারে বহু হাদিস রয়েছে, যার মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এখানে উল্লেখ করলাম। এসকল হাদিসে এবং নিম্নের মূল হাদিসগুলোতে দেখা যায়, সকল খারেজীদের একটি বিশেষ common বৈশিষ্ট রয়েছে, আর সেটা হল: ‘ তারা কুরআন পড়ে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না ’। অর্থাৎ, কুরআনের মর্ম ও আহকামের সঠিক বুঝ ও প্রয়োগবিধি তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

খারেজীদের বিভিন্ন বৈশিষ্টের মধ্যে মূল দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হল:-

১।সাহাবায়ে কেরাম রা, তাবয়ীন, তাবৈ তাবয়ীন, আইন্বায়ে মুজতাহিদীন ও মুহাজ্জিক ওলামায়ে কেরামগণ-যাঁরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র অগ্ণভূক্ত-তারা কুরআন ও সুন্নাহ’র আলোকে ন্যূনতম যে যে বৈশিষ্টের অধিকারী নারী ও পুরুষকে ‘মুসলীম-এর মধ্যে গণ্য হওয়ার আক্দি পোষন করেন

এবং তাদেরকে ইসলামের সীমা থেকে বেড় হয়ে গেছে মর্মে আক্দি পোষন করেন না, খারেজীরা তাদেরকেই ‘কাফের/মুরতাদ’ হয়ে গেছে মর্মে আক্দি পোষন করে খোদ কুরআনের আয়াতের দলিল দেখিয়েই।

ফলে খারেজীদের মতে, খাটি মুসলমান বলতে শুধু তারা। আর যারা তাদের মতাদর্শ ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, তারা ‘কাফের/মুরতাদ’ এবং তাদেরকে মুরতাদ হিসেবে কতল করা হালাল, তাদের ধনসম্পদ ‘মুরতাদের’ গ্রহন করা হালাল ইত্যাদি।

২।বিভিন্ন দল, গোষ্ঠি বা ফেরকা(আক্দিগত দিক দিয়ে হতে পারে আবার মানহাজগত দিক দিয়েও হতে পারে) যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র অগ্ণভূক্ত এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র মতে তারা মুসলিম, খারেজীরা তাদেরকে এবং তাদের অনুসারী ও সমর্থকদেরকেই “কাফের, মুরতাদ” ইত্যাদি ঘোষণা দেয়।

ফলে তাদের মতে এসব দলের অনুসারী ও তাদের সমর্থকদের ঝাটল করা, তাদের নারীদের দাসী বানানো এবং তাদের সকল সম্পদ গণিমত হিসেবে ভোগ করা এসবকিছুই হালাল।

মূলতঃ তারা উগ্র জাহেল-পন্ডিত হওয়ার কারণে খিলাফত, জিহাদ/কিতাল, কিসাস,হদ ও অন্যান্য বিচার কার্য প্রভৃতি বিষয়ে কুরআন থেকে নিজেদের উগ্র ভাসা ভাসা বুঝ মতো এমন সব ব্যাখ্যা ও আইন তৈরী করে সেটাকে ‘ইসলামী শরীয়ত’ মনে করে চলে, যেগুলো বাস্তবে কুরআন নির্দেশিত ‘ইসলামী শরীয়ত’ নয়। বরং ওটা হল তাদের অপব্যখ্যা মূলক একটা কাটা ‘খারেজী শরীয়ত’। ‘ইসলামী শরীয়ত’ হল কুরআন-সুন্নাহ’র সেই ব্যাখ্যা ও আইনের নাম,যার উপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র

আইন্বায়ে মুহাদ্দেসীন, মুজতাহিদীন ও মুহাজ্জিক আলোমে-বীনগণের ইজমা(এক্যমত) রয়েছে এবং শরয়ী ইজতিহাদের আলোকে ইস্তিহ্বাত করা হয়। ফলে খারেজীরা কুরআন মানার নামে বাস্তবে পদে পদে আল্লাহ’র কুরআনের বিভিন্ন নির্দেশ অমান্য করতে থাকে এবং (শরীয়তশিষ্ট)খলিফা/আমীর/তার অনুগত্যধীন মুসলীম উম্মাহ’র ইজমায়ী জামাআতের মাঝে ফাটল ধরিয়ে নতুন একটা স্বতন্ত্র পথভ্রষ্ট তাকফিরি (অর্থাৎ সামান্য কারণেই কাফের কাফের বলার) ফেরকা/দল/Cult তৈরী করে, আর ভাবে যে তারাই কুরআনের সাদ্কা অনুসারী ও আল্লাহ’র প্রিয় মুসলীম বান্দা! কিন্তু বাস্তবে তারাই বীন ইসলাম থেকে ছিটকে বেড় হয়ে যায় এবং তারাই হল জাহান্নামের কুকুর।

কিন্তু এদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, এরা একদমই বোঝে না যে, "তারা বোঝেনা"। তারা শুধু এতটুকুই বোঝে যে, তারাও শুধু বোঝে। এই জাতীয় ব্যক্তিদেরকে একথা বোঝানো মুশকিল যে, তারা বোঝে না এবং ভুল পথের উপর রয়েছে। তাদের মন-মগজে ক্রোধধারী একরোখা কষ্টের মনমানসিকতার অঙ্ককার হল কুরআন বোঝার পথে প্রথম অন্তরায়। দ্বিতীয় অন্তরায় হল, তারা কুরআন ও সুন্নাহ'কে ওই সকল মুহাজ্জিক ওস্তাদগণের কাছ থেকে শিক্ষা করাকে জরুরী মনে করে না, যে ধারাটির শুরুতে রয়েছে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সা., তারপর সাহাবায়ে কেরাম এবং তার পরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র অন্তর্ভুক্ত আইম্মায়ে মুহাদ্দেসীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও মুহাজ্জেক আলেমে ধীন, যাঁদের কাঁধে থাকে ইলমের ঝান্ডা বহনের দায়িত্ব। আর তৃতীয় অন্তরায় হল, নিজে কুরআন থেকে যা বুঝেছে সেটাই একমাত্র সহিহ বুঝ মনে করে গর্বিত হওয়া, আর সেই বুঝের বিপরীত পাশে থাকা সকল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুহাদ্দেসীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও মুহাজ্জেক আলেমে ধীনের বুঝ ভুল মনে করা। চতুর্থ অন্তরায় হল, অন্যের মতের কাছে নিজের মতকে পরাজিত হওয়াটাকে মেনে নিতে পারে না -চাই অপরজনের মতটি যত সহিহই হোক না কেনো।

এই খারাপ স্বভাবগুলিকে শয়তান যখন খাবেজীদের নিজেদের চোখে সুন্দর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহিহ বানিয়ে দেয়, তখন সেটার পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক কষ্টের রূপ ধারণ করে।

অতঃপর আমি আইএস সমর্থক ভাই-বোনদেরকে বলবো এখনও অনেক সময় বাকি, নিজের আখেরাতের কথা চিন্তা করে, জাম্মাত-জাহাম্মামের কথা চিন্তা করে ফিরে আসুন হৃক্কর পথে। কারণ আপনি তো চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিময় জাম্মাতই চান, শাহাদাতের মৃত্যুই চান? তাহলে কেন নিজের সামান্য(!) একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আপনি জাহাম্মামের নিম্নস্তরে যাবেন? শহীদের মর্যাদা তো দূরে থাক! আবারও বলছি দলপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ছেড়ে হৃক্ককে গ্রহণ করুন। নিজের আত্মশুদ্ধি করা ও নিজের ভুল বুঝে নিজেকে শুদ্ধানো কোনো লজ্জার বিষয় নয় বরং এটা গর্বের বিষয়, আল্লাহর অশেষ রহমত। এবং ফিরে আসলে আমরা আপনাদের সাদরে গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে বাতিলের ফেতনা হতে হেফাজত করুন এবং যারা তাদের ফেতনায় ইতিমধ্যে পতিত হয়ে গেছে তাদেরকে সহিহ বুঝ দান করুন, আমিন। ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।